মহাপরিকল্পনায় এটি এণ্ড টি

ব্যর্থতার অতল গহ্বর থেকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে

ঈদিশতা নবী

১৯৮০-এর দশকে ধারণা করা হয়েছিল কোম্পানীর মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ডিভিশনের প্রচেষ্টায় এটিএণ্ডটি (আমেরিকান টেলিফোন এণ্ড টেলিগ্রাফ) কমপিউটার ব্যবসায় নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করে নিবে। কিন্তু বাস্তবে এটিএণ্ডটি'র পিসি থেকে শুরু করে মেইনফ্রেম কমপিউটারগুলো বাজারে কোন প্রকার সাড়া ফেলতেই ব্যর্থ হয়। একইভাবে উচ্চমূল্যের কারণে এটিএণ্ডটি'র মাইক্রোচিপস ক্রেতা পেল না। ক্ষতির পরিমাণ ৩ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেলে এটিএণ্ডটি ব্যবসার পাঠ চুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। নিজেদের ব্যর্থতা সম্পর্কে এটিএণ্ডটি'র মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স ডিভিশনের চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা সবকিছু বড় সহজ করে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম পণ্যের ব্যবসায় আমাদের নাম এবং সুনামই যথেষ্ট। পণ্য বাজারজাত করলেই বাজার আমাদের দখলে চলে আসবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আমরা কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে দুঃখজনক শিক্ষা লাভ করেছি। এ সময়ে কোম্পানীর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনেকে চাকরি হারায় ফলে চাকরি হারানোর একটা ভয় সর্বদা সবার মনে কাজ করত। তখন একটা রব উঠে এটিএণ্ডটি বোধহয় ব্যর্থতার অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন অফিসের করিডোর ধরে হেঁটে যাওয়া কর্মীরা ফিসফিস করে কথা বলার পরিবর্তে উচ্চরবে হাস্যরস করে। কারণ এটিএণ্ডটি'র মাইক্রোইলেকট্রনিক্স এখন সেলুলার ফোন, মোডেম, ডিস্ক-ড্রাইভ কন্ট্রোল এবং ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশনের জন্যে ব্যবহৃত চিপস সরবরাহে নিজের অবস্থানটি পাকাপোক্ত করে ফেলেছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর বিক্রি ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০%। এর মধ্যে জাপানের বাজারে ৯০ শতাংশ এবং ইউরোপে বৃদ্ধি পেয়েছে ১১০%। কমপিউটার ব্যবসাও ধীরে ধীরে স্ফীতি লাভ করেছে। কমপিউটার ব্যবসায় এটিএণ্ডটি'র অবস্থান এখন বিশ্বে ৭ নম্বরে। কোম্পানীর বর্তমান মোট ব্যবসা বাজার ৭৯ বিলিয়ন ডলার। এই পরিমাণের বেশী ব্যবসা আর মাত্র তিনটি কোম্পানীর রয়েছে— নিপ্পন টেলিগ্রাফ এণ্ড টেলিফোন, এক্সন এবং জেনারেল ইলেকট্রিক। ১৯৮৪ সালেও কোম্পানীর মোট বাজার ছিল ৬০ বিলিয়ন ডলার এবং শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য ছিল ১৫ ডলার। বর্তমানে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ৬০ ডলার— এটি ১৯৮৮ সালের শেয়ার মূল্যের দ্বিগুণেরও বেশী।

১৯৮৮ সালে কোম্পানীতে বড় ধরনের একটি পরিবর্তন সাধিত হয়। ঐ বছর কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী জেমস অলসন হঠাৎ মারা যান। নতুন দায়িত্ব নেন বব এলেন। দায়িত্বলাভের পরপরই বব এলেন কোম্পানীর ঐতিহ্য ভেঙ্গে একের পর এক নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তগুলো হলো ঃ

১। বব এলেন এটিএণ্ডটি'র গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে কোম্পানীর মধ্য থেকে নিয়োগ না দিয়ে বাইরে থেকে নিয়োগ দেন। যেমনঃ প্রধান অর্থ উপদেষ্টা পদে নিয়োগ দেয়া হয় পী ল্যাণ্ড ওসেন পিপিং কনসার্নের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এলেক্স মণ্ডলকে, স্কোয়ার ডি-এর প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী জেরী স্টিভকে কমপিউটার ডিভিশনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, প্রধান পরিকল্পনা উপদেষ্টার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কমসেট স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনস কনসোর্টিয়ামের রিচার্ড বোডম্যানকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাছা বাছা বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি ছোটখাটো ব্যবস্থাপকদের পদগুলোও সিলিকন ভ্যালীর দক্ষ ব্যবস্থাপকদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে।

২। নির্ধারিত অফিস সময়ের বাইরে বাড়তি শ্রম দিয়ে কোম্পানীর মাঝে নতুন এক সেটআপ ও ট্রেণ্ড

বব এলেন

ডেভলপ করেছেন বব এলেন। বব এলেন নতুন ট্রেণ্ডের নাম দিয়েছেন 'আমাদের যৌথ অস্তিত্ব'। যে মূল্যবোধের ভিত্তিতে এই ট্রেণ্ড গড়ে তোলা হয়েছে তা হলো ঃ 'প্রতিজন ব্যক্তিকে এবং ব্যক্তির কাজকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং ক্রেতার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে।' নতুন ট্রেণ্ড গড়ে তোলার ব্যাপারে জেরী স্টিভ বব এলেন-এর প্রধান সহকারীর দায়িত্ব পালন করছেন। ইতিমধ্যে জেরী স্টিভ কোম্পানী হতে বসিং সিস্টেম তুলে দিয়েছেন। তিনি নিম্নপদস্থদের উৎসাহিত করছেন তাকে কোচ বা 'প্রশিক্ষক' ডাকার জন্যে।

৩। কোম্পানীর মূল শক্তি চিহ্নিত করা হয়েছে ক্রেতাদের এবং ক্রেতাদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যকে সহজ গমনাগমন নিশ্চিত করার জন্যে কর্মচারী-কর্মকর্তার মাঝ থেকে আমলাতান্ত্রিক দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে।

৪। ব্যবসার ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অন্যান্য কোম্পানীতে বিনিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিংবা যৌথ ব্যসার ক্ষেত্র প্রসারিত করা হয়েছে। যেমন ঃ ম্যাকাউ সেলুলার কমিউনিকেশনে ৩৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে, মালটিমিডিয়া প্রজেক্টের জন্যে থ্রি ডিও কোম্পানীতে ২৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে। থ্রী ডিও কোম্পানী এটিএণ্ডটি'র নির্মিত মালটিমিডিয়ার জন্যে সফটওয়্যার সরবরাহ করবে। ভিডিও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভায়াকম-এর সাথে যৌথভাবে ভিডিও-অন-ডিমাণ্ড সিস্টেম চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। টু-ওয়ে ভিডিও গেম চালুর জন্যে এটিএণ্ডটি সাহায্য নিচ্ছে সেগা এবং স্পেকট্রাম হোলোবাইট থেকে। এনসিআর কোম্পানীকে ৭.৫ বিলিয়ন ডলারে কিনে নিয়ে অটোমেটেড টেলার মেশিন, ক্যাশ রেজিস্টার ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবসায় নিজেদের আধিপত্য বাড়িয়ে বিশ্বে এটিএণ্ডটি নিজেদের অবস্থান দ্বিতীয় স্থানে তুলে এনেছে। ক্যাবল টিভি ব্যবসা কেনার জন্যে তারা বিভিন্ন কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করছে।

এভাবে বব এলেন-এর নেতৃত্বে এটিএণ্ডটি নিত্য নতুন পরিকল্পনা রচনার মধ্য দিয়ে যে মহাপরিকল্পনা রচনা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে তা অচিরেই কোম্পানীটিকে তার ক্ষুদ্র পরিচয় ডিঙ্গিয়ে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে নিয়ে যাবে এমন অভিমত বাজার বিশ্লেষকদের। তাদের মতে এটিএণ্ডটি এখন শুধুমাত্র একটি ফোন কোম্পানী নয়। যোগাযোগ ব্যবসার সবগুলো ক্ষেত্রেই এর রয়েছে সমান পদচারণা। এর রয়েছে ফাইবার অপটিক ক্যাবল, পারসোনাল কমিউনিকেটর, কমপিউটার, ভিডিও ফোন, মালটিমিডিয়া, ভিডিও ব্যবসা, ভিডিও গেমস, ক্রেডিট কার্ড, অটোমেটেড টেলার মেশিন এবং জাপানের ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে ব্যবহৃত জনপ্রিয় চিপস হবিট মাইক্রোপ্রসেসর। ফলে যতই দিন যাচ্ছে এটিএণ্ডটি'র বাজার বাড়ছে। ধারণা করা হচ্ছে অচিরেই বিশ্ব যোগাযোগ বাজারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে এটিএণ্ডটি নিজের আধিপত্য প্রমাণ করবে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এ এক মহামিলন। এমন কোম্পানী পৃথিবীতে বিরল। এক ছাদের নীচে প্রতিভা, প্রযুক্তি এবং কর্মপ্রচেষ্টার এমন মিলন সচরাচর চোখে পড়ে না।

বব এলেন-এর নিত্য নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অন্যরা ইতিমধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে এবং এটিএণ্ডটি'র অপ্রতিরোধ্য গতি রোধ করতে তারা বব এলেন-এর কৌশলকেই গ্রহণ করছে। যেমন ঃ ফ্রান্সের বিখ্যাত কোম্পানী এলকাটেল যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রিন্ট কোম্পানীর সাথে জোট বেঁধেছে। ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেলিযোগাযোগের ৬০ বিলিয়ন ডলারের বাজারে স্প্রিন্ট কোম্পানীর দখল ছিল ৮.৯% আর এটিএণ্ডটি'র ছিল ৬২.২%। এদিকে বৃটেনের বৃটিশ টেলিকম জোট বেঁধেছে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম (১৯৯২ সালের বাজারে ১৬.৬% দখল ছিল) টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান এমসিআই-এর সাথে। ক্রেডিট কার্ড মার্কেট দখলে আমেরিকান এক্সপ্রেস ও স্প্রিন্টের সাথে জোট বেঁধেছে। যতই দিন যাচ্ছে যৌথ ব্যবসায়র হারও বাড়ছে।

এত কিছুর পরও বব এলেন মনে করেন তাঁরাই ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবেন। তিনি বলেন, 'আমরা যদি গ্রাহকদের সত্যিকার অর্থে সেবা দিতে চাই তবে আমাদের ব্যবসাকে বহুমুখী করতে হবে এবং ব্যবসার আয়তন বাড়াতে হবে। এটি করতে গেলে ব্যবসার ধর্ম অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়বে আনুপাতিক হারে। এই নিয়ে অহেতুক চিন্তা করে লাভ নেই। কারণ যে যোগ্য সেই শেষ পর্যন্ত টিকবে।' ❑